দৈনিক ইত্তেফাক

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 08 APR 1989 ...
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 4 ...

02

দেশে পূর্ণাঙ্গ হোমিও মেডিক্যাল কলেজ প্রয়োজন

।। আবুল খায়ের ।।

বর্তমানে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ব্যাপারে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল। সারাদেশে পাস করা হোমিওপ্যাথিক চিকি-

(শেষ পৃ: ৩-এর ক: দ্র:)

হোমিও মেডিক্যাল কলেজ

(১ম পৃ: পর)

সকের সংখ্যা খুবই কম। নগরীর বিভিন্ন মহল্লায় হোমিওপ্যাথির উপর কোন ডিগ্রী ছাড়াই সাইনবোর্ড লাগাইয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা এবং ঔষধ বিক্রয় হইতেছে। তাহাদের নিকট হইতে চিকিৎসা নেওয়া নিরাপদ নহে বলিয়া বিশিষ্ট হোমিওপাথি চিকিৎসকরা অভিমত পোষণ করিয়াছেন। (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দেশে পূর্ণাঙ্গ হোমিও

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এব্যাপারে সরকারের কড়া নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। তাঁহারা উল্লেখ করেন, ডিগ্রীবিহীন চিকিৎসকরা রোগ মুক্তির গ্যারান্টি দিয়া রোগীদের নিকট হইতে মোটা অংকের টাকা গ্রহণ করেন। এমন কি তাঁহারা চুক্তিপত্র করিয়াও রোগীদের নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করেন। এসব ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ রোগীই প্রতারিত হয়। ফলে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মানও ক্ষুণ্ন হয়। এক সময় দেশের সর্বোচ্চ পর্যায় হইতে হোমিওপ্যাথিকে জাতীয় স্বাস্থ্য প্রকল্পের আওতাভুক্ত করিবার লক্ষ্যে একটি সরকারী হোমিওপ্যাথি ডিগ্রী কলেজ ও হাসপাতাল এবং গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। বহির্বিশ্বের অধিকাংশ দেশের প্রেসিডেন্ট ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসাবে একজন হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক রাখেন। বাংলাদেশেও এই প্রথা চালু করা হইয়াছে। বিদেশেও বাংলাদেশের বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকরা ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন।

আবুধাবির খালিজ টাইমস পত্রিকায় ১৯৮৭ সালের ১৯শে ডিসেম্বরের সংখ্যায় বাংলাদেশের হোমিও প্যাথিক ডা: আলী আহমেদকে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হিসাবে মন্তব্য করে। অন্যান্য দেশে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার উপর বিশেষ শিক্ষালাভ শেষে চিকিৎসকরা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মান আরও উন্নত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতার প্রয়োজন। বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথ আবুল হোসেন তালুকদার বলেন, চিকিৎসা বিজ্ঞান হিসাবে মানব জীবনের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রণে হোমিওপ্যাপিক চিকিৎসা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করিতে সক্ষম। বর্তমানে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মান উন্নত করার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হোমিওপ্যাথি ফ্যাকাল্টি খোলা হইয়াছে। বঙ্গ ভবনের দক্ষিণ পার্শ্বে ছোট একটি দোতলা ভবনে হোমিও প্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল রহিয়াছে। এই ভবনটিতে ডিগ্রীও ডিপ্লোমায় অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া নিয়া সমস্যা দেখা দেয়। এ দিকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অপরদিকে স্বল্প জায়গায় ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের বসার জায়গা নিয়া সমস্যায় পড়িতে হয়। দেশে পূর্ণাঙ্গ হোমিও-মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রয়োজন।

জাতীয় অধ্যাপক নুরুল ইসলাম জানান, হোমিওপ্যাথি এখন বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃত। তিনি বলেন, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাকে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সহিত মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।